দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ [illegible]
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

এমবিএ ৫ম ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানে ভিসি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি ছাত্রকে ২৮ হাজার টাকা সরকার ভর্তুকি দেয় ঃ এটা উচিত কিনা ভাবতে হবে

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, বর্তমান সময় হচ্ছে যোগ্যতর ব্যক্তির। তাই প্রথাগত পাঠক্রমের পাশাপাশি ছাত্রদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। বস্তুত নানামুখী ও সময়োপযোগী জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্র তৈরী হয় ডিগ্রী অর্জনের পরই। গত ৪ ডিসেম্বর এমবিএ (হিসাব বিজ্ঞান) পঞ্চম ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মেধাবী ছাত্র বেরিয়ে আসছে। তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে নিজেদেরকে তৈরী করতে হবে। তিনি বলেন, একজন ছাত্র শিক্ষাজীবন শেষে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পর্যায়ে নিয়োগকারী সংস্থার নিকট নিজেকে কিভাবে উপস্থাপন করবে তা সম্পূর্ণ তার নিজের ওপরই নির্ভর করে। কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দ্বারা এটা সম্ভব নয়।

তিনি আরো বলেন, আমাদের দেশে সর্বক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রদেরকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়। বর্তমান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রপ্রতি সরকার কর্তৃক ভর্তুকী দেয়া হয় প্রায় আটাশ হাজার টাকা। এ ভর্তুকীর টাকা এ দেশের কৃষক, শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষেরাই যুগিয়ে থাকেন, যা হওয়া আদৌ উচিত কিনা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

তিনি দুঃখ করে বলেন, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যূনতম ফি বৃদ্ধি করা হলে ছাত্র নামধারী একটি মহল বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেয়ার মত কর্মসূচী নিয়ে থাকে। অথচ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের সংখ্যা এক-শতাংশের বেশী হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরানব্বই শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী সবকিছু বাস্তবতার নিরিখেই দেখে। তারা সবসময় নীরব থাকে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে পড়াশোনাই করতে চায়। তাই বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের প্রতিহত করা উচিত।

তিনি বলেন, আমাদের দেশে বিদেশী বিনিয়োগের কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, কিন্তু বিদেশী বিনিয়োগের ফলে সৃষ্ট শিল্প-কারখানা বা ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করার মত দক্ষ জনশক্তি নেই বললেই চলে। তাই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনশক্তি বিদেশ থেকেই নিয়ে আসেন, যা আমাদের জন্য খুবই দুঃখজনক এবং অসম্মানজনকও বটে। তাই আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেদেরকে যোগ্যতর করে গড়ে তোলার জন্য তিনি ছাত্রদের প্রতি আহবান জানান।

হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি প্রফেসর কে এম গোলাম মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রফেসর রণজিৎ কুমার দে "Employment Opportunities of the Bussiness Graduates in Bangladesh" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তাঁর প্রবন্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন গাজী সাজ্জাদ হোসেন, কুদরতে খুদা, কামালউদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর অমল ভূষণ নাগ প্রমুখ। সেমিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন শিক্ষা সমাপনী উৎসব কমিটির আহবায়ক নিজামুল ইসলাম সরফী।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বরিশাল বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীদের নবীনবরণ ও বিদায়ী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান —ইনকিলাব